বোরো ধানের নেক ব্লাস্ট রোগ দমনে সতর্কবার্তা

নেক ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ। ধানের শীষের গোড়ায় রোগটি পরিলক্ষিত হয়। শীষের গোড়ায় বাদামী অথবা কালো দাগ পড়ে। শীষের গোড়া ছাড়াও যে কোন শাখা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত শীষের গোড়া পচে যায় এবং ভেঙ্গে পড়ে। ধান পুষ্ট হওয়ার আগে আক্রান্ত হলে শীষের ধান চিটা হয়ে যায়।

এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রধানত আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। দিনের বেলায় গরম ও রাতে ঠান্ডা, ঘন কুয়াশা, দীর্ঘ শিশির ভেজা সকাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এ রোগ বিস্তারের জন্য খুবই উপযোগী। উল্লিখিত অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে বোরো মৌসুমে আবাদকৃত ধানের বিভিন্ন জাত ব্যাপকভাবে নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

চিত্র- নেক ব্লাস্ট আক্রান্ত ধানের শীষ

এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রধানত আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। দিনের বেলায় গরম ও রাতে ঠান্ডা, ঘন কুয়াশা, দীর্ঘ শিশির ভেজা সকাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এ রোগের জন্য খুবই উপযোগী। উল্লেখিত অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে বোরো মৌসুমে আবাদকৃত ধানের বিভিন্ন জাত ব্যাপকভাবে নেক ব্লাস্ট রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। নেক ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ প্রাথমিকভাবে বোঝা যায় না। সাধারণত: কৃষক যখন জমিতে নেক ব্লাস্ট রোগের উপস্থিতি বুঝতে পারেন, তখন জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। সে সময় অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করলেও রোগ দমন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য রোগের বিস্তারের অনুকূল অবস্থা বিরাজ করলে রোগটি দমনের জন্য কৃষক ভাইদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

করণীয়ঃ

যেসব জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি, অথচ উক্ত এলাকায় ব্লাস্ট রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে অথবা ইতোমধ্যেই কিছু স্পর্শকাতর আগাম জাতে এ রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা গেছে, সেখানে ধানের থোড় অবস্থার শেষ পর্যায়ে একবার এবং ধানের শীষ বের হওয়ার সাথে সাথেই দ্বিতীয়বার ছত্রাকনাশক যেমন ট্রুপার (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা) শেষ বিকালে নির্ধারিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

22/3/2017

ড. মোঃ আব্দুল লতিফ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বি, গাজীপর-১৭০১।

22/3/17

ড. মোঃ আনছার আলী
পরিচালক (গবেষণা) চলতি দায়িত্ব
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১